কুরআনের সাথে পথচলা

কুরআন স্টুডেন্টদের ডায়েরী থেকে

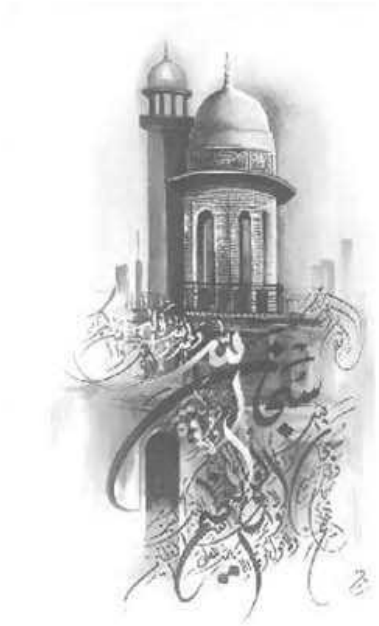

নায়লা নুযহাত

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	০৭
একটি বিষয়	০৯
শব্দকোষ	১০
ভূমিকা	১১
শুরুর আগে	১৩
কুরআনের মাহাত্ম্য	২৫
কুরআন থেকে পাওয়া	৩৮
বিধি-নিষেধ	৪৯
সন্তানের জন্য কুরআনের আলো	৬৭
শত বাধা	৯৫
সময়ের সদ্ব্যবহার	১৪৯
কুরআন শিক্ষার্থীর রামাদান	১৭৮
দোয়া: মুমিনের অস্ত্র	১৮৮
মুখস্থের কৌশল	১৯৭
আল-কুরআনের ভাষা	২১৫
শেষ থেকেই শুরু	২২৭
কুরআনের শিক্ষক	২৩৮
গল্পে গল্পে প্রেরণা	২৪২
"অ্যাপাখ্যান" (of "With the Qur'an" app)	২৫৯
শেষের কথা	২৬৩

একটি বিষয়

সেই ২০১২ সন থেকে লিখতে থাকা হিফয যাত্রার টুকরো অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, গল্প ইত্যাদির সমন্বয়ে এই বই। অনেক কথা 'আমি" দিয়ে লেখা হয়ে থাকলেও, তার সবই যে আমার নিজের অভিজ্ঞতা, তা নয়। অনেকের থেকে শোনা অনেক অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখেছিলাম "দ্যা ডায়েরি অফ এ কুরআন স্টুডেন্ট" শিরোনামে, তাদেরই নিজেদের বর্ণনায়। এই বই তাই কেবল একজন ছাত্র বা ছাত্রীর হিফয-যাত্রার বর্ণনা না। এই বই, অনেক, অনেক কুরআন স্টুডেন্টের প্রাণের কথা- যা নিজের লেখনীতে তুলে ধরলাম।

শব্দকোষ

আল-ইস্তিয়াজা (الاستعاذة)	"আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" বলাকে বুঝানো হয়
বাসমালা (بسملة)	"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলা
মুসহাফ (مصحف)	কুরআনের লিখিত কপি
দার (دار)	কুরআন স্কুল
হিফয (حفظ)	কুরআন মুখস্থ করা
রিভিশন (مراجعة)	না দেখে মুখস্থ অংশগুলো নিয়মিত পড়া
রিপিট (تكرار)	মুখস্থ করার পর সে অংশটি না দেখে বারবার পড়া

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

নতুন একেকটা শহরে যখনই থাকার জন্য গিয়েছি, দেখেছি সেই শহরকে বুঝতে অনেকদিন লাগে। সেই শহরের মানুষের ভাষা ভিন্ন হলে তো কথাই নেই। বাসা নেয়া, বাজার করা, হসপিটাল কোথায় জেনে নেয়া- ইত্যাদি কাজগুলো কঠিন লাগে। এরকম পরিস্থিতিতে, অপরিচিত এক শহরে যখন আমরা এমন কাউকে পেতাম, যিনি এই বিষয়গুলো জানেন, মনে হত যে সব কাজ অনেক সহজে হয়ে গেল।

জেনারেল লাইন এর পড়া থেকে হিফযের জগতে পদার্পণের সময়ে আমার অবস্থা ছিল অনেকটা সেই অপরিচিত শহরে থাকতে যাওয়ার মত। উৎসাহ দেয়ার কেউ নেই। সমস্যাগুলো বুঝবে এমন কেউ নেই। হিফযের সহজ এবং প্র্যাকটিক্যাল পন্থা দেখিয়ে দেয়ার কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আমার সমস্যার কাস্টমাইজড সমাধান দেয়ার কেউ নেই। ইন্টারনেট ঘেঁটে হিফয সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করা, নিজেকে নিজেই বয়ে বেড়ানো, কখনো চলতে পারা আর কখনো চলতে চলতেই বসে পড়া- এই সব নিয়েই ছিল আমার হিফযের সফর। একসময় সৌদি আরবের কুরআন স্কুলের সন্ধান পেলাম। সেখানে দেখলাম নতুন আরেক জগৎ! কুরআন মুখস্থ করার উদাহরণ অনেক পেয়েছি। কিন্তু কুরআনের সাথে পথচলা মানে কী, সেটা সেই প্রথম বুঝেছি।

তখন থেকেই টুকটাক লেখার শুরু। কখনো এই আশায় যে, হয়তো কেউ অনুপ্রেরণা পাবে। কখনো এজন্য যে, হয়ত কোনো পদ্ধতি বা সমাধান কারো কাজে লাগবে। কখনো এই ভেবে যে, কুরআনের সাথে জীবন কতটা অপূর্ব তা তুলে ধরতে পারবো।

২০১২ থেকে লিখতে থাকা টুকরো অভিজ্ঞতা- কখনো নিজের আর কখনো

অন্যের, উপদেশ, হিফয স্কুলের বর্ণনা, অনুপ্রেরণামূলক গল্প- ইত্যাদি মিলিয়ে আজকের এই "কুরআনের সাথে পথচলা"।

দোয়া করি আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টা কবুল করে নেন। আর এই যাত্রায় যা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছে আমার তরফ থেকে, তা যেন ক্ষমা করে দেন।

নায়লা নুযহাত

ঢাকা, ১০ই অগাস্ট, ২০২২

শুরুর আগে

► কেন মানুষকে কুরআন মুখস্থে উৎসাহিত করাটা আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ?

কারণ, আমরা যখন এই যাত্রা শুরু করেছিলাম, আমাদের পথ দেখানোর মানুষ খুব কম ছিল। কখনো বা, ছিলই না!

► কুরআন মুখস্থ শুরুর আগে আমাদের বোঝা উচিত এখানে কোনো শর্টকাট নেই। মুখস্থকে সহজ করার কিছু কৌশল আছে বৈকি, আছে দিক নির্দেশনা। কিন্তু কুরআনের মতো মহামূল্যবান কিছুকে অন্তরে ধারণের জন্য ধৈর্য্যের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ পথ অনেক দীর্ঘ, কঠিন, একই সাথে মধুর ও সুন্দরতম পথ এটা...!

► রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রতিটি ব্যক্তি তাই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে কাজ করেছে। তাই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যেই। আর যদি সে কোনো নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তবে সেই হিজরত তার উদ্দেশ্য অনুযায়ীই হবে।"[১]

► একবার একটি ক্লাসে শুনেছিলাম বিভিন্ন বই নিয়তের হাদীসটি দিয়ে শুরু হয় তার একটা কারণ সম্ভবত লেখকেরা হাদীসটিকে নিজেদের জন্য উপদেশ স্বরূপ বইয়ের শুরুতে রাখেন। একজনকে দেখেছিলাম যে প্রতিটি ক্লাস নোট, প্রতিটি বইয়ের প্রথমে লিখে রাখত "রিয়া" থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়াটি। এর কারণ জানতে চাইলে ও বলল যে নিজেকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ও এটা করে। কারণ সঠিক নিয়তে, অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদত না করলে তা আল্লাহ কবুল করেন না।

তাই আমরা যারা কুরআন শিখছি, আমাদের বেশি বেশি করে মনে রাখতে

১. বুখারী ও মুসলিম

হবে যে এটা আমাদের আর আমাদের রবের মধ্যকার ব্যাপার। এখানে মানুষকে বলে বেড়ানো, কতটুকু মুখস্থ করলাম সেটা বলে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়া অথবা অপ্রয়োজনে নিজের পড়া কেমন হচ্ছে, কত ভালো হয় এসব বলার প্রয়োজন নেই। শেষ পর্যন্ত কোনও মানুষের দেয়া স্বীকৃতি কোনও কাজে আসবে না। অন্তরের মালিক আমাদের রব আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করেন কিনা সেটাই একমাত্র কথা!

তার মানে এই না যে আমরা কাউকে উৎসাহিত করবো না অথবা নির্ভরযোগ্য কেউ যে কিনা আমাকে সাহায্য করতে পারেন এ বিষয়ে, তাঁর সাহায্য নেব না অথবা কাউকে শেখাবো না। ইন শা আল্লাহ সবই করবো, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবো। যতটুকু মানুষ এমনিতেই জেনে যায়, বা তাদের শেখাতে গিয়ে জানাতে হয় অথবা নিজে শিখতে গিয়ে জানাতে হয়, ততটুকু ছাড়া আমরা নিজেদের অবস্থান প্রচার করে বেড়াবো না। মানুষের প্রশংসা আমাদের কোনও কাজে আসবে না। আর তাই আমাদের অন্তর যেন তা খুঁজে না বেড়ায় তার জন্য প্রতিনিয়ত নিজের নিয়ত শুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদের অন্তর যেন রিয়া মুক্ত থাকে তার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকতে হবে।

রিয়া থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়াটি হল:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وأَنا أَعلَمُ وأَستَغفِرُكَ لما لا أَعلَمُ

"হে আল্লাহ আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞাতসারে (শির্ক) হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।"[২]

আল্লাহ যেন আমাদের সকলের অন্তরকে রিয়া মুক্ত রাখেন। এবং আমাদের যার যতটুকু প্রচেষ্টা তাঁর পথে চলার ব্যাপারে, তা যেন কবুল করে নেন, আমাদের অন্তরের দুর্বলতার কারণে যেন তা নষ্ট হয়ে না যায়। আমীন!

► কুরআন মুখস্থ বা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন মূল উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টি। আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টি যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে তা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন বা কুরআন মুখস্থের মাধ্যমে পাওয়ার চেষ্টা

২. আল-আদাব আল-মুফরাদ ৭১৬

করলেই শ্রেয়।

কোনো অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত যদি পরিশুদ্ধ না হয় তবে তা দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দিবে।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সেই ভয়ংকর পরিণতি থেকে রক্ষা করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

► ইখলাস[৩] অর্জন করার কিছু উপায়:

১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সম্পর্কে জানা

২. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আখিরাতে পুরস্কার এবং শাস্তি হিসেবে কী ব্যবস্থা রেখেছেন তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা

৩. রিয়া, এবং তা কত প্রকার, সে সম্পর্কে ধারণা রাখা

৪. রিয়া থেকে সাবধান হওয়া এবং জানা যে, রিয়া আমল ধ্বংস করে দেয়

৫. সাহাবা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম রিয়ার ব্যাপারে কতটা সতর্ক ছিলেন সেই সম্পর্কে জানা

৬. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা পছন্দ করেন না তা থেকে দূরে থাকা

৭. শয়তানকে কিভাবে দূরে রাখা যায় সে সম্পর্কে জানা

৮. গোপনে বেশি করে নেক আমল এবং ইবাদত করা

৯. মানুষ কী বলবে সেটা না ভাবা

১০. মৃত্যু চিন্তা করা

১১. মৃত্যুর সময়ের খারাপ পরিণতির ভয় করা

১২. অনেক অনেক দোয়া করা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া

---

৩. অর্থাৎ, একনিষ্ঠতা।

১৩. মানুষের কাছে যা আছে তার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া

১৪. ইসলাস এর ভালো পরিণতি সম্পর্কে ধারণা রাখা

১৫. ইখলাস এবং তাকওয়া সম্পন্ন মানুষের সান্নিধ্য রাখা

যেকোনো ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা, সঠিক নিয়তে- অন্য কারোর জন্য অথবা পার্থিব কোনো লাভের জন্য নয়। অনেক সময়ে কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে পার্থিব লাভ বলা থাকে কুরআনে অথবা হাদিসে। সেসব ইবাদত আমরা আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টির জন্য, এবং আল্লাহ ﷻ তার মাঝে যেই পার্থিব লাভের কথা বলেছেন তা পাওয়ার আশা করতে পারি।

► যেকোনো ইবাদতেরই, কবুল হওয়ার দুইটা শর্ত রয়েছে।

এক. সেটা কেবল মাত্র আল্লাহ ﷻ এর জন্য হতে হবে।

দুই. সেটা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর দেখিয়ে যাওয়া পথের অনুসরণে হতে হবে।

নিজেদের কুরআন মুখস্থের বৃত্তান্ত যদি আমরা মানুষকে বলে বেড়াই অপ্রয়োজনে, তাহলে সেটায় প্রথম শর্ত না মানার ঝুঁকি প্রবল। মানুষকে বলে বেড়ানো বা দেখানো, কোনোটাই আমাদের ইবাদতের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাই আমাদের এই বিষয়ে অনেক সাবধান হতে হবে।

প্রশ্ন: যদি মানুষকে উৎসাহ দেয়ার জন্য নিজের কথা বলি?

সেক্ষেত্রে নিজেকে উল্লেখ না করে বলা যায়। যেমন, "অনেকে আছেন এভাবে মুখস্থ করছেন।"

কেউ হয়ত প্রশ্ন করলো, 'আপনি তাহাজ্জুদে কিভাবে সূরা রিভিশন দেন?'

নিজে কী করেন সেটা না বলে বলা যায়, "একেকজন তো একেকভাবে রিভিশন দেন। অনেকে আছেন যারা 'অমুক ভাবে' দেন। অনেক ক্বারীর কথা শুনেছি এভাবে দেন। অথবা অনেক সাধারণ মানুষেরা এই এই পদ্ধতিতে তাহাজ্জুদে রিভিশন দেন।"

অর্থাৎ নিজের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া।

তারমানে এই নয় যে, যেখানে প্রয়োজন রয়েছে বলার সেখানেও বলা যাবে না। যেমন ক্লাসে শিক্ষক যদি জিগ্যেস করেন কতটুকু কুরআন মুখস্থ। অথবা একজন কুরআন শেখাবেন, তাঁকে যদি বলতে হয় তিনি কতটুকু শিখেছেন। পরিবারের মানুষকে অবগত করার জন্য, অথবা কোন নিকট বন্ধুকে এই পথে ডাকার জন্য- আপনি করছেন জানলে সেও করবে- ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে বলা যাবে।

জীবনটা ছোট। আমল এমনিই কম।

শুধু শুধু মানুষকে বলে বেড়িয়ে সেই কমটুকুও যেন আমরা নষ্ট করে না ফেলি!

► যাঁদের কুরআনের সাথে সময় কাটানোর অভ্যাস রয়েছে, তাঁদের খেয়াল রাখতে হবে যে, সেটা যেন সঠিক নিয়তে করা হয়। নিছক অভ্যাসের বশে না। আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টির আশায় করা হয়। আল্লাহ ﷻ এর জন্য। সেটাই নিয়ত।

আর নিয়ত অন্তরের আমল, মুখে উচ্চারণ করতে হবে না।

► সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থের ইচ্ছা এক দুঃসাহসী স্বপ্ন। আমরা তো নিজের উপর ভরসা করে আগাই না, আমাদের আস্থা কেবল আল্লাহর উপর। তাঁর সাহায্য থাকলে, কোনোকিছুই আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। অবিনশ্বর আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

► কুরআন মুখস্থের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, কেউ কিছু আমাদের মুখে তুলে দিবে না। তথ্য, কৌশল, প্রক্রিয়া সব ব্যাপারেই আমাদের কষ্ট করতে হবে। কষ্ট ছাড়া খুব সহজে কিছু মিলবে না। যদি একদিন সময়-সুযোগ সব হওয়ার পর হিফয শুরু করবো ভাবি তাহলে একদিন হয়তো সবই হবে কিন্তু শেখা আর হবে না। সত্যিই চাইলে খাটতে হবে। বাইরের প্রভাবকগুলো তখনই কাজ করবে যখন আমাদের ভেতরটা শেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

► কুরআন যারা মুখস্থ করতে চাই তাদের সচেতন থাকতে হবে যেন সেটা করতে গিয়ে আমরা নিজেদের দায়িত্বগুলো অবহেলা না করি! যেমন কেউ যদি অফিসের কাজের সময় কাজ বাদ দিয়ে কুরআন পড়েন! অথবা স্কুল শিক্ষিকা ক্লাসে না পড়িয়ে কুরআন পড়ছেন... ইত্যাদি! দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে যেই বাড়তি সময় পাওয়া যায় সেটাকে যেন আমরা কুরআন পড়ার কাজে ব্যবহার করি। দায়িত্ব ফাঁকি দিয়ে বের করা সময়কে না!

► প্রায়ই মনে হতো, এমন দিন যদি আসে যখন আমার হাতের কাছে মুসহাফ নেই? আল্লাহ যেন তেমন দুঃসময় থেকে আমাদের নিরাপদে রাখেন। আমীন। কিন্তু, যদি আসে এমন দিন? সিরিয়াতে যেমন এসেছে দুঃসহ দিন? হয়ত মুসহাফ নেই হাতের কাছে। হয়ত বা বন্দীদের মত? আবার বলছি, এমনটা যেন না হয়। কিন্তু যদি আসে এমন দিন?

তখনই মনে হয়েছিলো, অন্তরে যার কুরআন থাকবে, তাকে কে কুরআন থেকে আলাদা করতে পারবে? কে ঠেকাবে তাকে, তার রবের কথা উপলব্ধি করার থেকে?

আর তখন থেকেই মনে হয়েছে, কুরআনও শিখতে হবে ইন শা আল্লাহ, আর, আরবীও জানতে হবে! আমার রবের কথা থেকে আলাদা থাকতে হতে পারে, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সুযোগই যেন কেউ কোনদিন না পায়!

আল্লাহ যেন আমাদেরকে যাবতীয় বিপদ থেকে নিরাপদ রাখেন। আর, কেউ যেন কোনদিন আমাদেরকে তাঁর কিতাব থেকে, তাঁর কথা থেকে দূরে নিয়ে যেতে না পারে! যেখানে থাকি, যেভাবে থাকি, আমাদের হৃদয়ে যেন আমরা এই পৃথিবীর জান্নাত বয়ে বেড়াতে পারি-- আর রাহমানের কুরআন! আমীন!

► যখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তখন আমরা ছোট বড় যেমন পদক্ষেপই নেই না কেন, আমাদের কোনো প্রচেষ্টাই হারিয়ে যাবে না।

► বর্তমানে আমরা অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ, অনেক সচেতন, কুরআন

শিক্ষার ব্যাপারে; আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে। কিন্তু, আমাদের আরো অনেক সচেতন হতে হবে আরেকটি বিষয়ে। সেটা হচ্ছে, আমরা কার থেকে এই শিক্ষাগুলো নিচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে একটি সত্য কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে কোথাও ভুল-ত্রুটিমুক্ত শিক্ষক খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। একজন মানুষ যতই চেষ্টা করুক, তার ভুল ত্রুটি থাকবেই। অনেক গুনাহ থাকবে। কুরআন নিজের জীবনে প্রয়োগ করা অনেক বড় একটি ব্যাপার। অনেক সময় মানুষের সারা জীবন লেগে যায়, আর তার পরেও হয়ত সামান্যই প্রয়োগ করতে পারে। সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু, একজন কুরআন শিক্ষক অথবা শিক্ষিকার কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে, তাঁর জীবনে কুরআন আছে, তিনি কুরআনকে গুরুত্ব দেন, তিনি এই সমস্ত বিষয় হাল্কাভাবে দেখেন না, তিনি কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী চলেন- এই ব্যাপারটা থাকা জরুরী। না হলে, তাঁদের থেকে আমরা হয়তো তত্ত্বীয়ভাবে কুরআন শিখে ফেলবো। কিন্তু, কুরআনের শিক্ষা থেকে আমরা দূরেই থেকে যাব।

মনে রাখবেন, কুরআন শিক্ষার অর্থ কেবল 'আলিফ', 'বা', 'তা' শেখা না। এই শিক্ষার সাথে সাথে আমরা কুরআন এর অর্থ অনুধাবন করা, জীবনে প্রয়োগ করা, কুরআনের প্রতি ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করা- ইত্যাদি আরো অনেক বিষয় শিখি। আমরা আল্লাহর সাথে পরিচিত হই।

বাচ্চার স্কুল খোঁজার সময় যেমন আমরা অনেক কিছু দেখি, একটা বাসা নেয়ার সময় যেমন আমরা পরিবেশ দেখি, তেমনি, কে আমাদেরকে আমাদের রবের কালাম শেখাচ্ছে, সেটা আমাদের আরও গুরুত্ব সহকারে দেখাটা দায়িত্ব।

তাই, যেকোনো প্রোগ্রাম, যেকোনো সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে দেখতে হবে আমরা কার কাছে যাচ্ছি। প্রথমত, তাঁর আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে কিনা দেখতে হবে। তারপর দেখতে হবে, তিনি মোটামুটি মানুষটা কেমন, কুরআনের একজন শিক্ষক হিসেবে। তিনি কি কুরআনের আলোকে চলার চেষ্টা করেন? তিনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ পালন করার চেষ্টা করেন?

একটি সামান্য উদাহরণ। অশ্লীল কথা আর কুরআন একত্রে যায় না। কুরআন এবং গান একত্রে যায় না। কুরআন এবং পর্দার ব্যাপারে গাফিলতি একত্রে যায় না। শিক্ষক খোঁজার সময় যদি একজনকে পাই, যিনি কথায় কথায় বাজে কথা বলেন; অথবা, কুরআনও ভালোবাসেন এবং গানও ভালোবাসেন; অথবা, কুরআন শেখান ঠিকই কিন্তু পর্দার ব্যাপারগুলো মোটেই মানেন না- তাহলে এমন মানুষদের কাছে না যাওয়াই উচিত, যখন আমাদের অন্য কারো কাছে শেখার সুযোগ আছে।

এই ব্যাপারটায় খেয়াল রাখতে হবে যে, একজনের ব্যক্তিগত জীবনকে যাচাই-বাছাই করা আমাদের উদ্দেশ্য না। হতেই পারে, একজন আজকে এই ব্যাপারগুলো মেনে চলতে পারছেন না কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এগুলো ঠিক করে নিবেন। কিন্তু, যখন আমরা একজনকে দায়িত্ব দিব আমাদেরকে আমাদের রবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার, তখন, নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের অন্তর গড়ার জন্য কার হাতে তুলে দিচ্ছি সেটা খেয়াল রাখাটা অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব।

► কুরআন মুখস্থ করা, নিয়মিত তাফসীর পড়া, নিয়মিত কুরআন নিয়ে বসা- একদম প্রথমে এগুলো হয়তো অনেক দূরের লক্ষ্য বলে মনে হয়। কিন্তু, "আমার রবের আরো সান্নিধ্যে আমার থাকা উচিত। আমার রবের কালাম, যা তিনি আমার জন্য পাঠিয়েছেন, সেটা আমার জানতে চেষ্টা করা উচিত।"- এই বোধটা প্রথমে নিজের ভেতর আনা জরুরী।

"কিভাবে করবো" তার চেয়ে, "কেন করবো" সেই ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার রাখা দরকার। "কেন" জানা থাকলে, "কিভাবে" কে আমরা মনে প্রাণে খুঁজে বের করবো, ইন শা আল্লাহ।

► বিক্ষিপ্ত, ছাড়া-ছাড়া ফেইসবুক পোস্ট থেকে খুব বেশি কিন্তু শেখা যায় না। এই ধরনের পোস্ট গুলো হয়তো তাদেরকে সাহায্য করে যারা ইতোমধ্যে এগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখে। কিন্তু, যাদের আরো মৌলিক জ্ঞান প্রয়োজন, তাদের জন্য এই পোস্টগুলো অনুপ্রেরণাদায়ক হতে পারে, কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধি করবে না। জ্ঞান অর্জন করতে হবে- এই বোধ জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু জ্ঞান অর্জনের জায়গা এটা নয়।